তারি ... 21 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৬ ... 2

কালের কণ্ঠ

বামনার দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বিদ্যালয়ের সামনের দোকান সরিয়ে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। নিজেদের স্থাপনা নিজেরা ভাঙলেও পরে লুটপাটের অভিযোগ এনে শিক্ষক ও অভিভাবকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ছবিটি ৩১ ডিসেম্বর তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

দুই হাজার শিক্ষার্থীর ‘গলায় বিঁধেছে কাঁটা’

সোহেল হাফিজ, বরগুনা ▷

বরগুনার বামনার উপজেলার দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠান দুটিতে ঠিকমতো পাঠদান করা যাচ্ছে না। প্রধান শিক্ষকরা প্রশাসনিক কাজে অংশ নিতে পারছেন না। মামলা দুটি প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থীর গলায় কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বরিশালের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনির হোসেন হাওলাদার কিছুদিন আগে বামনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ছিলেন। গত ৩০ ডিসেম্বর তিনি বদলি হন। পুরনো কর্মস্থল ছাড়ার আগে ২ জানুয়ারি তিনি হলতা ডৌয়াতলা সমবায় বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নূরুল হকের নামে একটি মামলা করেন।

উল্লেখ্য, মনির এর আগে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ার ইউএনও ছিলেন। সেখানে তিনি সহকারী কমিশনারের (ভূমি বা এসি ল্যান্ড) পা ধরে মাফ চাইতে প্রবীণ এক কলেজ শিক্ষককে বাধ্য করেন। এর ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে আন্দোলন হয়। হাইকোর্টে রিট হলে তদন্তে তাঁর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনার পর তাঁকে বদলি করা হয় বামনায়। স্থানীয়রা অভিযোগ করে, যোগদানের পর থেকে এসি ল্যান্ড না থাকায় বামনার জমিজমার সব কাজ করতেন ইউএনও মনির। সম্প্রতি দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফটকের দুই পাশের ফুটপাতের জমি ঘুষ নিয়ে প্রভাবশালীদের কাছে এক সনা বন্দোবস্ত (ডিসিআর) দেন তিনি। ব্যবসায়ীরা সেখানে দোকানঘর স্থাপন করে।

> ‘একজন ইউএনও একটি উপজেলার সর্বস্তরের মানুষের প্রশাসনিক অভিভাবক। আমি একাধিকবার ইউএনও মনির হোসেনের সঙ্গে কথা বলেছি। শুরু থেকে তিনি বিদ্বেষমূলক আচরণ করেছেন। বরাবর তিনি কুচক্রী মহলের পক্ষে ছিলেন।’
>
> **সেলিনা হোসেন**
> কথাসাহিত্যিক ও সভাপতি, হলতা ডৌয়াতলা ওয়াজেদ আলী খান ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা কমিটি

এরপর গত ২৯ ডিসেম্বর ডৌয়াতলা ইউনিয়নের ভূমি অফিস সংলগ্ন একটি সরকারি পুকুরে পাকা ঘাট স্থাপন নিয়ে স্থানীয়দের বিপরীতে অবস্থান নেন ইউএনও। এ সময় উত্তেজিত জনতার মধ্য থেকে কে বা কারা ইউএনওর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। এতে গাড়ির একটি গ্লাস ভেঙে যায়।

পরদিন ৩০ ডিসেম্বর ইউএনওর কুশপুতুলে আগুন, থুথু নিক্ষেপ কর্মসূচি, সমাবেশ ও মানববন্ধন করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ডিগ্রি কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ স্থানীয়রা। এ কর্মসূচি চলাকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীকে শান্ত করেন বরগুনা-২ (বামনা-পাথরঘাটা-বেতাগী) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি)। এ সময় তিনি দোকানদারদের স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। ব্যবসায়ীরা তাৎক্ষণিক স্থাপনা ভেঙে নিয়ে যায়। এদিকে ইউএনও ২ জানুয়ারি হলতা ডৌয়াতলা সমবায় বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নূরুল হক খান, সহকারী শিক্ষক পরিমল চন্দ্র হালদার, অভিভাবক মো. খলিল খান, সুমন খান, খলিলুর রহমান খান, আফজাল মেকারসহ ১১ জনের নামে হত্যার উদ্দেশ্যে ভাঙচুরের অভিযোগে থানায় মামলা করেন।

এ মামলার পর গত ১২ জানুয়ারি জমি দখলকারী রফিকুল ইসলাম আরেকটি লুট মামলা করেন। এ মামলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বাদল খান, সহকারী প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন তালুকদার, সহকারী শিক্ষক পরিমল চন্দ্র হালদার, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মমিন খান, অভিভাবক মো. খলিল খান, সুমন খান, খলিলুর রহমান খান, আফজাল মেকার, বাবুল খানসহ ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘ইউএনওর মামলায় আমাকে ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে। একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে যতটা সহযোগিতামূলক মানসিকতা থাকা দরকার, তা তাঁর নেই। গাড়িচালকের যোগসাজশে নিজেই নিজের গাড়ির গ্লাস ভেঙে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছেন।’

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব ও ডৌয়াতলা সমবায় বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নূরুল হক খান বলেন, ‘আসছে ২ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। এ বিদ্যালয়ের ৬৯ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৫২০ জন এ কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। মামলার কারণে কেন্দ্র সংক্রান্ত প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত হতে পারছি না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।’

এ বিষয়ে বরগুনা-২ আসনের এমপি শওকত হাচানুর রহমান রিমন বলেন, ‘বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল এক জমি আর দোকানঘর উঠেছিল আরেক জমিতে। বিষয়টির একটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করতে পারতেন ইউএনও মনির। কিন্তু তিনি তা করেননি। উল্টো যারা মীমাংসা করে দিল তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। আর যেসব ব্যবসায়ী নিজেদের স্থাপনা সরিয়ে নিল, তারাও মামলা করেছে। এতে ইউপি চেয়ারম্যানের নাগরিক সেবা ও দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার।’

অভিযুক্ত বরিশালের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনির হোসেন হাওলাদার বলেন, ‘নিরুপায় হয়েই মামলা করেছি। ভূমি অফিসের পুকুরের ঘাট নির্মাণের স্থান নির্বাচনের এখতিয়ার একান্তই প্রশাসনের। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা অনেক বাড়াবাড়ি করেছে। তারা আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়েছে। গাড়ির গ্লাস ভেঙেছে। এ অবস্থায় মামলা করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।’

বরগুনার জেলা প্রশাসক ড. মহা. বশিরুল আলম বলেন, ‘কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। যেহেতু মামলা হয়েছে, সেহেতু আদালতের মাধ্যমে আইনগতভাবে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।’

উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলতা ডৌয়াতলা সমবায় বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রায় চার একর জমি নিয়ে এ শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে ওঠে হলতা ডৌয়াতলা ওয়াজেদ আলী খান ডিগ্রি কলেজ, শহিদ স্মৃতিসৌধ, কর্মজীবী নারী ও অসহায় শিশু-কিশোরী ছাত্রীনিবাস।